২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা

সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন: জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন

ভূমিকা

২৬ জুলাই ২০১৩, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে মহাসচিব মহোদয় ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন, যার শিরোনাম হচ্ছে, "সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন: উন্নয়নকে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে নেয়া এবং ২০১৫ পরবর্তী জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডার অগ্রগতি"।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রতিবেদন পেশ করা হয়, যেহেতু, সাধারণ পরিষদ ২০১৫ সাল পর্যন্ত এমডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার অগ্রগতির পদক্ষেপ নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য মহাসচিব মহোদয়কে অনুরোধ করে।

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

২০১৫'র শেষ নাগাদ এমডিজি অর্জনের জন্য গৃহীত উদ্যোগের নবায়ন অপরিহার্য। এ পর্যন্ত অগ্রগতির একটা ধারণা দিতে গিয়ে এই প্রতিবেদনে বেশ কিছু নীতি ও কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয় যা লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সাফল্য এনে দিয়েছে এবং তা আরো জোরদার করতেও সক্ষম। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- সমন্বিত প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ,
- মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা;
- অপরিহার্য রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তাতে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
- রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে শক্তিশালী করা এবং আন্তর্জাতিক নীতি পরিবেশ (Policy Environment) উন্নয়ন; এবং
- বহু-পাক্ষিক (multi-stakeholder) অংশীদারিত্বের শক্তিকে জিইয়ে রাখা।

২০১৫ পরবর্তী নতুন পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও সংবেদনশীল কর্মকাঠামো। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সুবিচার ও পরিবেশের প্রতি প্রযত্ন- এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি স্থায়িত্বশীল উন্নয়নই হওয়া উচিত আসন্ন বিশ্ব পরিচালনার মূলমন্ত্র এবং কর্মকাণ্ডের মানদণ্ড। এটি হবে একটি সর্বজনীন এজেন্ডা। ফলে, এর জন্য প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক রূপান্তর ও একটি নতুন বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আমরা যেহেতু একটা নতুন যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছি, আমাদেরকে এমডিজি'র মাধ্যমে শুরু হওয়া কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং এই প্রজন্মের মধ্যেই চরম দারিদ্র নির্মূল নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৫-পরবর্তী কর্মকাঠামো জাতিসংঘের মূলনীতিকে সাথে নিয়ে বয়ে আনতে পারে সমগ্র মানবজাতির জন্য সাফল্যের স্বপ্ন এবং নিশ্চিত করতে পারে সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন।প্রতিবেদনের সূচনাতেই বলা হয়, এই নতুন বিশ্ববীক্ষা (vision) একইসাথে তিনটি বিষয়কে অবলম্বন করছে- (১) উন্নয়ন, (২) শান্তি ও নিরাপত্তা এবং (৩) মানবাধিকার।

পৃথিবীর নানা দেশে এমডিজি'র লক্ষ্য ও টার্গেটসমূহ কম বেশি নানা মাত্রায় সফল হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, একশ কোটিরও বেশি মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, তার চেয়েও ঢের বেশি মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে চরমভাবে বঞ্চিত এবং চরম বৈষম্য রয়েছে আয়ের ক্ষেত্রে, লিঙ্গ-বর্ণ-পঙ্গুত্ব-বয়স আর অবস্থানের ক্ষেত্রে তো বটেই।

এটা জানা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন নীতিটা কাজ করছে আর কোনটা কোনও কাজেই আসছে না। শক্তিশালী জাতীয় মালিকানা (ownership), সুপরিচালিত নীতিসমূহ আর সকল পর্যায়ের অংশীদারদের সমন্বিত অংশগ্রহণই মূলত এমডিজি'র এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে।

জাতিসংঘের ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার অগ্রযাত্রা প্রতিবেদনে বলা হয়, আসন্ন উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে হলে অন্তত ৪টি মূল বিষয়ের (building blocks) উপর সবার একমত হওয়া জরুরি। সেগুলো হচ্ছে:

(ক) ভবিষ্যতের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্ববীক্ষা (vision)- যার শেকড় শক্তভাবে গাঁথা থাকবে মানবাধিকার ও সর্বজনীন স্বীকৃত মূল্যবোধ, বিশেষ করে জাতিসংঘের চার্টার সমূহ, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও মিলেনিয়াম ঘোষণা ইত্যাদির মধ্যে;

(খ) উন্নয়ন এজেন্ডার অগ্রাধিকারসমূহের আশু বাস্তবায়নের জন্য একগুচ্ছ লক্ষ্য ও টার্গেট;

(গ) এই লক্ষ্য ও টার্গেট বাস্তবায়নের উপায়সমূহকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে উন্নয়নকামী একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব; এবং

(ঘ) একটি অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং কাঠামো গঠন যাতে করে সকল পক্ষের জন্য প্রত্যাশিত অর্জনের অগ্রগতি ও পারস্পারিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ করা যায়।

উন্নয়নের মূল উপাদান

প্রতিবেদনে বলা হয়, যে নতুন বিশ্ববীক্ষা (vision) ইতিমধ্যে জেগে উঠতে শুরু করেছে তার মূল উপাদানসমূহ হচ্ছে:

ক. **বিশ্বজনীনতা**, যাতে সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে একত্রিত করা যায় এবং কেউ পিছনে পড়ে না থাকে;

খ. **স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন**, যাতে বিশ্বে বিরাজমান পরস্পর-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব থেকে দারিদ্রের সকল রূপ নির্মূল করা;

গ. **সমন্বিত অর্থনৈতিক রূপান্তর**, যা নিশ্চিত করবে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান। এর পেছনে থাকবে টেকসই প্রযুক্তি যা ভোগ ও উৎপাদনের একটি টেকসই প্রক্রিয়ার দিকে রূপান্তর ঘটাবে।

ঘ. **শান্তি ও সুশাসন**, যা উন্নয়নের পূর্বশর্ত ও চাবিকাঠি;

ঙ. **একটি নতুন বিশ্বভ্রাতৃত্ব**, যা যৌথ স্বার্থ কিন্তু ভিন্ন প্রয়োজন ও পারস্পারিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দেয় এবং নতুন বিশ্ববীক্ষা বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

চ. **'লক্ষ্য অর্জনে প্রস্তুত' (Fit for Purpose) হওয়া**, যা নিশ্চিত করবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সঠিক প্রতিষ্ঠান ও কৌশল নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য।

নতুন লক্ষ্য (Goal)

জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতিবেদনে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার জন্য বেশ কিছু নতুন লক্ষ্য সুপারিশ করা হয়েছে, তবে তার কোনও নম্বর দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে, নতুন বিশ্ববীক্ষাকে

মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে কয়েকটি রূপান্তরমূলক ও পারস্পারিক প্রণোদনামূলক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে যা সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য। এই কর্মসূচিকেই নতুন লক্ষ্য হিসেবে দেখা যেতে পারে, যা হচ্ছে:

- **দারিদ্রকে তার সকল রূপসহ নিরসন করা।**
- **বর্জন ও অসমতাকে মোকাবেলা করা:** যাতে কেউ পিছে পড়ে না থাকে এবং সকলকে নিয়ে সমতার সাথে এগিয়ে যাবার জন্য সমান সুযোগকে উৎসাহিত করা।
- **নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন** নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনের সকল পর্যায়ে নারীর পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতায় শূন্য সহনশীলতা (Zero Tolerance)।
- **মানসম্মত শিক্ষা প্রদান ও জীবনব্যাপী শিক্ষণ।**
- **স্বাস্থ্য উন্নয়ন:** সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার আওতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধযোগ্য মাতৃ ও শিশুমৃত্যু নির্মূল, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করা, সকলের জন্য টিকার ব্যবস্থা বৃদ্ধি, ম্যালেরিয়া নির্মূল ও ভবিষ্যতে এইডস ও যক্ষামুক্ত পৃথিবী নির্মাণ।
- **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা:** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন উপশম ও অভিযোজনে সঙ্গতিবিধান (reconcile) করতে হবে।
- **পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা:** পরিবেশগত পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে অসহায় দেশগুলোর উন্নয়নের পথে সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ হ্রাস করছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মূল উপাদান।
- **সমন্বিত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান উদ্বুদ্ধ করা:** অর্থনৈতিক বৈচিত্র, কার্যকর অবকাঠামো, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য, টেকসই জ্বালানি, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এটি অর্জন করতে হবে। শ্রমবাজার সংক্রান্ত নীতিতে অবশ্য যুবক, নারী ও প্রতিবন্ধীদের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- **ক্ষুধা ও অপুষ্টি নির্মূল:** ক্ষুধা, অপুষ্টি ও খাদ্যের অনিশ্চয়তা ভরা ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এই পৃথিবীতে সকলের জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীল ও পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা।
- **জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:** ধনী দেশগুলোর জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে বলে ধরে নেওয়া হলেও ২০৫০ সাল নাগাত উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৮.২ বিলিয়ন। নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ প্রজনন হার বিশিষ্ট দেশগুলোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- **অভিবাসীদের ইতিবাচক অবদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা:** পৃথিবীর অনেক মানুষকে জীবিকা, সংঘাত এড়ানো বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নানা করণে আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ অভিবাসন করতে হচ্ছে। অনেক বাধা থাকলেও এই অভিবাসীরা কিভাবে তাদের আশ্রয়দানকারী দেশ বা স্থানে অবদান রাখতে তার রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। অভিবাসীরা যে মানবাধিকার লংঘন ও ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা অবিলম্বে নিরসন করতে হবে।
- **নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:** ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই শহরে বাস করবে। শহরে কর্মসংস্থান, শিক্ষা ইত্যাদির ভালো সুযোগ থাকলেও গ্রামীণ জীবন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও তার উৎপাদনশীলতার প্রতি এখন থেকেই নজর দিতে হবে।
- **আইনের শাসন ও সু-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা**
- **একটি নবায়নকৃত বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত করা:** ২০১৫ পরবর্তী স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হবে এমডিজি-র ৮ নম্বর লক্ষ্যকে ভিত্তি ধরে নবায়িত একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব। পারস্পারিক সম্মান ও উপকারকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা কর্মকাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে।**

এই লক্ষ্যগুলোর পাশাপাশি প্রতিবেদনে একটি সামগ্রিক পরিবীক্ষণ কাঠামো (Comprehensive monitoring framework) ও জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া জোরদার করার কথাও বলা হয়।

মহাসচিবের সুপারিশ

- এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে সদস্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- স্থায়িত্বশীল উন্নয়নকে কেন্দ্রীয় বিষয় ধরে সকল সদস্য দেশকে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণ (adopt)করতে হবে।
- জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার এই এজেন্ডাকে সহায়তা প্রদানের জন্য সামগ্রিক ও কার্যকর সাড়া প্রদান করতে হবে।
- সকল সদস্য রাষ্ট্রকে ২০১৫ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জনের রোডম্যাপ সুস্পষ্ট করার আহ্বান জানানো হয়।

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ
সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলোডি, দ্বিতীয় তলা, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫, ইমেইল: info@equitybd.org ওয়েব: www.equitybd.org